করোনায় একদিনে দেশে সর্বোচ্চ মৃত্যু ৪২, শনাক্ত ২৭৪৩জন

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এই সময়ে ২ হাজার ৭৪৩ জন শনাক্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদফতর।

এ নিয়ে দেশে মোট কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হলেন ৬৫ হাজার ৭৬৯ জন এবং মারা গেলেন ৮৮৮জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫৭৮ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৩ হাজার ৯০৩ জন।

রোববার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১২ হাজার ৮৪২টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পূর্বের নমুনসহ মোট ১৩ হাজার ১৩৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ২ হাজার ৭৪৩ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ৬৫ হাজার ৭৬৯ জন।

ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন ৪২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৩৫ জন ও নারী ৭ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ৮৮৮ জন।

এ পর্যন্ত যত কোভিড রোগীর মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে পুরুষ ৭৭.০৬ শতাংশ এবং নারী ২২.৯ শতাংশ।

তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫২১ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৩ হাজার ৩২৫ জন।

ডা. নাসিমা জানান, বয়স বিশ্লেষণে ২১-৩০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৯ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১৪ জন এবং ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৩ জন ও ৯১-১০০ বছরের মধ্যে একজন মারা গেছেন।

তিনি আরও জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ২৭ জন, চট্টগ্রামে ৮ জন, সিলেটে ২ জন, রাজশাহীতে ২ জন, ময়মনসিংহে একজন ও খুলনায় ২ জন মারা গেছেন। মৃত রোগীদের মধ্যে হাসপাতালে ৩০

জন ও বাড়িতে ১২ জন মারা গেছেন। এছাড়া মৃত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন একজন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

যুগান্তর রিপোর্ট

মেহেরপুরের বারাদী ক্যাম্পে সেতু হোমিও হলের ওষুধ বিতরণ

মেহেরপুরের বারাদী পুলিশ ক্যাম্পের সকল সদস্যদের মাঝে সেতু হোমিও হিলিং হলের উদ্যোগে ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে।

সেই সাথে পুলিশ সদস্যদের পরিবারের জন্য নিরাপত্তা সামগ্রী ও ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

রবিবার সকালে বারাদী বাজার সংলগ্ন সেতু হোমিও হলের এই ওষুধ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

বারাদী ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই ইমরুল এর হাতে ওষুধ সামগ্রী তুলে দেন প্রতিষ্ঠানের সত্ত্বাধিকারী নজরুল ইসলাম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সেতু হোমিও হলের ডা. প্রফেসর শরীফ রেজা, ডা. সোহেলী খাতুন।

# [redacted]

[redacted]

মুজিবনগরে পলাশীপাড়ার উদ্যোগে দুস্থ সদস্যদের মাঝে গরু-ছাগল বিতরন

মুজিবনগরে পলাশীপাড়া সমাজকল্যান সমিতির আয়োজনে দরিদ্র মুক্তকরনের লক্ষে দুস্থ সদস্যদের মাঝে বকনা গরু ও ব্ল্যাক ব্যাঙ্গল ছাগল বিতরন করা হয়েছে।

রবিবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামের ২৫ টি পরিবারের মাঝে এ সকল গরু- ছাগল বিতরন করা হয়।

মাঝপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিতরন অনুষ্ঠানে ৮ টি পরিবারের মাঝে ১টি করে বকনা গরু ও ১৭ টি পরিবারের মাঝে ১ জোরা করে ব্লাক ব্যাঙ্গল ছাগল বিতরন করা হয়।

মাঝপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ম্যানিজিং কমিটির সভাপতি নিহাজ উদ্দীনের সভাপতিত্বে এ সময় প্রধান অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী।

বিশেষ অতিথি ছিলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ার ম্যান আয়ূব হোসেন, পলাশী পাড়া সমাজ কল্যান সমিতির নির্বাহী পরিচালক মোশারফ হোসেন,
অন্যদের মধ্যে ইউপি সদস্য সোহরাব হোসেন, সংরক্ষিত মহিলা সদস্য নারগীস খাতুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরের শোলমারীতে সরকারি

গাছ উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রাম থেকে শ্যেলো ইঞ্জিন চালিত করিমন বোঝাই সরকারি গাছ উদ্ধার করেছে বিজিবি।
রবিবার ভোর ৩টার দিকে বিজিবি ক্যাম্প এর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় করিমনটি আটক করা হয়।

এ সময় গাড়ি ফেলে চালক পালিয়ে যায় বলে জানিয়েছে শোলমারী ক্যাম্প কমান্ডার আব্দুল মান্নান।

এ বিষয়ে শোলমারী বিজিবি কমান্ডার আব্দুল মান্নান জানান, রাতে গাড়ি বোঝায় গাছ নিয়ে যাওয়ার পথে আমরা গাড়িটি আটক করি। এসময় করিমন গাড়ি সহ বোঝায় কাঠ ফেলে রেখে পালিয়ে যায় চালক।

উদ্ধারকৃত কাঠের পরিমান ৩ টুকরা লগকাঠ ১৫.০০ ঘনফুট ও ৫.০ ঘনফুট। আমরা উদ্ধারকৃত কাঠ মেহেরপুর বনবিভাগকে হস্তান্তর করেছি।

এ বিষয়ে মেহেরপুর বনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাফরুল্লাহ জানান, ভালো মানের শিশু কাঠ আমরা বিজিবি কর্তৃক গাড়ি সহ গ্রহন করেছি।

কুতুবপুর ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি সোহান আলী জানান, গাছটি আমার জমির উপরেই ছিলো এবং গাছটির আনুমানিক বয়স ৩৫ বছর হবে।

শোলমারী স্থানীয় ইউপি সদস্য আক্তারুজ্জামান বলেন, আমি কাঠ উদ্ধারের বিষয়টি শুনেছি। কে বা কাহারা এটি করেছে আমাদের জানা নেই। তবে যারাই করুক, অন্যায় করেছে।

মেপ্র/এমএফআর

আলমডাঙ্গায় চুরি যাওয়া মালামাল উদ্ধারসহ চোরচক্র আটক

আলমডাঙ্গার রোয়াকুলি গ্রামের দোকান থেকে চুরি যাওয়া মালামাল উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। পুলিশ মালামালের সাথে চোরচক্রের হোতাসহ পাঁচ সদস্যকেও আটক করেছে।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার রাতে মুসলধারে বৃষ্টির সময় রোয়াকুলির বটতলায় ইউনুস আলীর মাসুদ স্টোরে দুঃসাহসিক চুরি সংঘটিত হয়। চোরচক্র দোকানের তালা ভেঙে প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকার মালামাল ও নগদ ত্রিশ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যায়।

দোকানের মালিক একই গ্রামের কিয়ামুদ্দিনের ছেলে ইউনুস আলী সকালে দেখতে পান তার দোকানে অবশিষ্ট কিছুই নাই। তিনি শুক্রবার সকালে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

এরপর পুলিশ রোয়াকুলি গ্রামের খেদের আলীর ছেলে সন্দেভাজন হিদাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এতেই চোরের থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়ে। হিদা চুরির আদ্যপান্ত সব পুলিশের কাছে স্বীকার করে।

হিদার স্বীকারোক্তি মোতাবেক এই গ্রামের অপর চোর মৃত আব্দুল কাদেরের ছেলে লালু, আলী আকবরের ছেলে জামাল, আজিবর হোসেনের ছেলে রকি ও ইসমাইল হোসেনের ছেলে রোকনকে আটক করে।

থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর বলেন, চুরি যাওয়া মালামাল উদ্ধারের সাথে চোরচক্রক্রে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গার ডাউকিতে রাস্তার

কাজে অনিয়ম, বন্ধ করে দিলেন প্রকৌশলী

আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের বরাদ্দকৃত টাকায় রাস্তার কাজে অনিয়ম হওয়ায় তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

গতকাল শনিবার গ্রামবাসির অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী হারুন অর রশীদ কাজ বন্ধ করে দেন।

জানা গেছে, ডাউকি গ্রামের মুন্সিপাড়ার আতিয়ার রহমানের বাড়ি থেকে দুরাপের বাড়ি পর্যন্ত ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ৫শ ফিট রাস্তার সলিংয়ের কাজ করছেন ওই ওয়ার্ডের মেম্বর খেদ আলী। তিনি শনিবার সকালে রাস্তায় দুই ট্রাক তিন নং ইট ফেলে কাজ শুরু করেন।

গ্রামের লোকজন ঘটনা উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলীকে অবহিত করেন। নির্বাহী অফিসার উপজেলা প্রকৌশলী হারুন অর রশীদকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ব্যবস্থা নিতে বলেন।

এ ঘটনা স্বীকার করে খেদ আলী মেম্বর বলেন, দুই ট্রাক তিন নং ইট এনেছিলাম। প্রকৌশলী সেই ইট ফেরৎ পাঠিয়েছেন। আর সমস্যা নাই।

দামুড়হুদার কুড়ুলগাছিতে অর্ধশতাধিক পরিবার পানি বন্দী

দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। কয়েক দিনের প্রবল বৃষ্টির পানিতে দামুড়হুদা উপজেলার কুুুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামের ভিতরের সড়কের উপরে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।এতে এলাকার অর্ধশতাধিক পরিবার পানি বন্দী হয়ে পড়েছে।

সড়কে চলাচলকারী পথচারীদের চরম ভোগান্তিতে পড়েছে। ওই সড়ক থেকে কিছুদুর এগুতেই ৪০-৫০টি বাড়ি রয়েছে। সেখানে সবাই পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করছে। পাশেই অপরিকল্পিত বাড়ি-ঘর থাকার কারণে পানি

কোথাও যাওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। বাড়ির পশ্চিম পাশে রাস্তায়ও পানি জমে রয়েছে।

ফলে ওই এলাকার আব্দুর রশিদ, টোটন বিশ্বাস, শুকুর আলী, হারুন, মনি বিশ্বাস সদর আলী, আবুল বাশার জানান, বৃষ্টি হলেই এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। আমরা নিজ উদ্দ্যেগে পানি নিষ্কাশনের জন্যে পাইপ দিয়ে পানি বের করার পরিকল্পনা করেছিলাম, কিন্তু গ্রামের এক প্রভাবশালী ব্যক্তি ইন্দনে তা ভেস্তে যায়। বৃষ্টির পানি নীচু এলাকায় যেতে পারে না। ফলে অল্প বৃষ্টির পানিতেই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। অর্ধশতাধিক পরিবার চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছে।

কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী শাহ মো: ইনামুল করিম ইনু জানান, সড়কের পাশে অপরিকল্পিতভাবে বাড়ি- ঘর তৈরী করার কারণে এ জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা স্থায়ী সমাধানের জন্যে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছি।
এ দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের নিকট পানি নিষ্কাশনের জন্যে ড্রেনেজে তৈরি করে দেয়ার দাবি জানিয়েছেন সচেতন মহল।

ফরিদপুরে ট্রলার ডুবে চুয়াড়াঙ্গার তিন শ্রমিক নিখোঁজ

মহামারির করোনা ভাইরাসের মধ্যেও জীবনের তাগিদের জন্য চুয়াড়াঙ্গার ছয়জন শ্রমিক কাজের সন্ধ্যানে গত বৃহস্পতিবার চুয়াড়াঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গার হসেনপুর থেকে কাজের সন্ধানে রওনা হয়েছিলো একই গ্রামের ছয় জন।

তবে গতকাল শুক্রবার ফরিদপুরের চরবলেশ্বপুর গ্রামের শয়তানখালি নামক নদীতে এক ট্রলার ডুবির ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানাগেছে।
এই টলার ডুবির ঘটনায় আলমডাঙ্গার তিন জন নিখোঁজ রয়েছেন।

নিখোজ তিন জন হলেন আইলহাস ইউনিয়নের হসেনপুর গ্রামের মৃত

তারাচাঁদ মন্ডলের ছেলে রাজ্জাক (৫৫), মোঃ নূরাল হোসেনের ছেলে শাহাবুল (৩৫), আয়নাল হোসেনের ছেলে মোঃ শিলন হোসেন (২৫)।

এছাড়াও একই গ্রামের সাজেদ আলীর ছেলে মোঃ আমজাত, হানেফের ছেলে মমিন হোসেন, ও আজিজুল হকের ছেলে একরামুল হোসেন তিনজনে জীবিত নদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানাগেছে।

তবে নদী থেকে নিখোঁজ তিনজনের, উদ্ধারের তৎপরতা চলছে বলে জানিয়েছেন উদ্ধার কর্মীরা।
এদিকে হসেনপুর গ্রামে আকাশে বাতাসে বহছে শোকের ছাঁয়া।

জীবননগরে ঘরের চালের উপর ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় বট গাছ, দ্রুত অপসারণের দাবি

জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ ইউনিয়নের তারিনীবাস গ্রামে সরকারি রাস্তার উপরে একটি বট গাছ অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় বসত ঘরের উপর দাড়িয়ে আছে। এটি যে কোন সময় ভেঙ্গে পড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা করছেন উক্ত স্থানে বসবাস কৃত সকলেই।

জানাযায়, হাসাদাহ ইউনিয়নের তারিনীবাস গ্রামে মৃত আব্দুল মোতালেব মন্ডলের ছেলে আজিজুল হক মুঙ্গলা দর্জির বসত ঘরের চালের উপর সরকারি রাস্তার উপর লাগানো একটি বট গাছ খুবই ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় দাড়িয়ে আছে। যেটি কয়েকদিন আগে ঘটে যাওয়া ঝড়ে গাছের অর্ধেক অংশ ভেঙ্গে গেছে। আর বাকি অর্ধেক অংশ তাহার ঘরের চালের উপর দাড়িয়ে আছে। সেটি ভেঙ্গে পড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে এমন আশংঙ্কা করছে ঐ মহল্লাবাসী।

বিষয়টি নিয়ে আজিজুল হক মুঙ্গলার সাথে কথা বললে তিনি বলেন যে, আমি এই গাছটি কেটে নেওয়ার জন্য আমাদের ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলেছি কিন্তুু তাতে কোন ফল হয়নি এরপর জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা চেয়ারম্যান বরাবর লিখিত আবেদনও

করেছি।

জানিনা শেষ পর্যন্ত আমার এবং পরিবারের সকলের ভাগ্যে কি আছে। তিনি বলেন হয়তো গাছটি অপসারণের অনুমতি মিলবে তবে দুর্ঘটনা ঘটার পরে।

মহল্লাবাসী জানান, গাছটির নিচে বৈদ্যুতিক একটি খুটি আছে যাতে ট্রেনেসমিটার বসানো আছে। যার কারণে এটি অপসারণ করা অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করেন সকলেই।

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বলেন, আমি বিষয়টি শুনেছি এবং গাছটি অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রচেষ্টা চলছে। আশা করি খুব শীঘ্রই সেটি হয়ে যাবে।